Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 18 - 42
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রূপগঠনতাত্ত্বিক পর্যালোচনার আলোকে মনসামঙ্গল কাব্য

ড. অরূপা চক্রবর্তী
পি জি ফ্যাকাল্টি, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়
Email ID: arupachakraborty@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
রূপগঠনতত্ত্ব, স্বরূপ, গঠন, আখ্যান, সাংকেতিক।

Abstract
Eminent professor Ashutosh Bhattacharya has discussed the form and nature of Mangalkabya, one of the most important examples of medieval Bengali literature, in his book 'History of Bangla Mangalkabyo'. In the field of literary history, all researchers have discussed the stories, characters, biographies of poets, etc. of Manasamangal kabya. Some researchers have discussed Manasamangal kabya individually. But it is safe to say that a comparative discussion of the morphology of nine (selected) poets of Bengali Manasamangal poetry has not been done before. Here, I have tried to analyze the differences between these nine poets in terms of the style of writing poetry and the similarities and differences between them in some aspects, with the help of appropriate quotations from their works.

Discussion

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী সাহিত্য ধারার অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই কাব্যগুলিতে দেখা যায় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিমতম রূপ। কবিরা অত্যন্ত সাবলীলভাবে তৎকালীন সমাজ ধর্মের বাস্তব রূপটিকে সুস্পষ্ট রূপে মঙ্গলকাব্যগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানসিকভাবে দুর্বল মানুষ পৌরাণিক দেবতাদের কাছে না গিয়ে নিজেদের আত্মিক সন্তুষ্টির জন্যই এই সমস্ত লৌকিক মঙ্গল দেব-দেবীদের সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন –

> "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম-বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের নামে পরিচিত।"[১]

এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম ও অত্যধিক জনপ্রিয়।

বাংলা ও বাংলার বাইরে মনসামঙ্গলের কাহিনি প্রায় সর্বত্রই নানাভাবে লেখ্য ও মৌখিকভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। মূল কাহিনি বলয়কে অপরিবর্তিত রেখে কবিরা তাঁদের শিল্প সামর্থ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অঞ্চলগত পার্থক্যের জন্য, সমাজগত রূপভেদের কারণে সর্বোপরি সময়ের পার্থক্যের জন্য এই কাব্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে মূলত তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যথা -

১। রাঢ়ের ধারা : বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল

২। পূর্ববঙ্গের ধারা : বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস

৩। উত্তরবঙ্গ বা কামরূপীয় ধারা : তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র

উল্লিখিত কবি ও তাঁদের রচিত কাব্য অবলম্বনে বর্তমান আলোচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত গবেষক মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্র, কবিদের জীবনী ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন গবেষক মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের নয়জন (নির্বাচিত) কবিকে নিয়ে এর রূপগঠনতাত্ত্বিক তুলনামূলক আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি বললেই চলে। এখানে কাব্য রচনার রীতির ক্ষেত্রে এই নয়জন কবির স্বাতন্ত্র্য এবং উভয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তা উভয়ের রচনা থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

বস্তুত বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গল কবিদের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ ধর্মনৈতিক ধারাকে পুষ্ট করে তোলা। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতার জন্যই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের যুগলক্ষণ। যুগলক্ষণকে স্বাভাবিক সূত্র ধরেই এই ধর্মনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে মঙ্গল কবিরা অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁদের সাহিত্যে ঘটনা বা আখ্যান বিন্যাসে দেখা গেছে সামঞ্জস্য বা ঐক্য। ধর্মীয় আনুগত্যের জন্যই কবিরা দেবতার কাছে নর অর্থাৎ মানুষের পরাজয়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যে। মঙ্গলকাব্যধারায় একই দেব-দেবী কেন্দ্রিক কাহিনি অবলম্বন করার ফলে রচনার বিন্যাস এবং আখ্যানগত বিচার-বিশ্লেষণে সাধারণ ঐক্য দেখা গেছে। তাছাড়া কাব্য রচয়িতাগণ সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক আদর্শের সুপরিকল্পিত পরিমণ্ডলেই কাব্যরচনা পদ্ধতিকে রূপ দিয়েছেন। বস্তুত যুগের প্রেক্ষাপটে এবং রচনার বর্গগত সামঞ্জস্যই মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট যুগশৈলীর ছাঁদ নির্মাণ করেছে।

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য বিচার আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গল কাব্যগুলির রূপগঠনতাত্ত্বিক আলোচনায় এদের গঠনগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ সম্ভব। সাংগঠনিক আলোচনায় 'স্ট্রাকচার' বা বিন্যাস কোনো বিষয়বস্তুর সামগ্রিক গঠন বোঝায়। ঝোঁকটা এখানে থাকে সামগ্রিকতার উপরে। স্ট্রাকচারের অন্তর্গত উপাদানগুলি শৃঙ্খলিত বিন্যাসে বাঁধা থাকে। গতিশীলতা এবং পরিবর্তন হচ্ছে স্ট্রাকচারের ধর্ম। সেজন্য স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যা করতে হলে এর বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব নিয়মেই তার ধর্ম, গতিশীলতা এবং রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামগ্রিক, আভ্যন্তরীণ বিন্যাস, গতিশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা এইসব লক্ষণ যে বিষয়বস্তুতে আছে বা যে বিষয়বস্তুতে এইসব লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় তাকেই প্রচলিত অর্থে স্ট্রাকচার বলা হয়। 'স্ট্রাকচারালিজম' সম্পর্কে ধারণা অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। স্ট্রাকচারাল ভাষাতত্ত্ব থেকে উদ্ভুত কিছু ধারণা এবং নিয়মের প্রয়োগকেই মূলত স্ট্রাকচারালিজম বা গঠনতাত্ত্বিক মতবাদ বলা হয়। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে ভাষাতাত্ত্বিক বিপ্লবের সূচনা করেন এবং যার কিছু উল্লেখযোগ্য ধারণা ক্লদ লেভি স্ট্রাউস নৃতত্ত্বে ও রোলা বার্ত সাহিত্যচিন্তায় প্রয়োগ করেছেন - সেই পরিচয়বাহী চিন্তাভাবনা এখন বিবিধ মানবিক বিজ্ঞানে স্পষ্ট ছাপ রেখেছে।

ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বাদে অন্য যে বিষয়ে স্ট্রাকচারালিজমের বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে সেটি হল সাহিত্য চিন্তা।

> "ভাষার যেমন ব্যাকরণ, গল্পের গঠনেও (উপন্যাস ইত্যাদি সব কাহিনিই এখানে গল্প বলে অভিহিত) তেমন আখ্যায়িকার ব্যাকরণ (grammar of narrative) কেউ কেউ দেখতে চেয়েছেন। কবিতার আলোচনায় বিবিধ উপাদানের (ধ্বনি, অর্থ, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি) জটিল বিন্যাস স্ট্রাকচারালিস্ট পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। এইসব চেষ্টার মূলে আছে একটি নন্দন তত্ত্বের ধারণা- যার প্রধান লক্ষণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> হল একটি বিশেষ ধরনের কলাকৈবল্য, সাহিত্যকে স্বতন্ত্র একটি sign-system হিসাবে দেখা, তার নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।"[২]

রূপবাদী বা ফর্ম্যাল সমালোচনারই সাম্প্রতিক পরিণতি এই গঠনাত্মক সমালোচনা। সাহিত্যকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে কিংবা লেখকের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বৈপরীত্যের দিকটিও এই সমালোচনা পদ্ধতিতে দেখা হয়। সাহিত্যের মূল পাঠকে কেন্দ্র করে রচনার অভ্যন্তরীণ গঠনের একটি পদ্ধতি প্যাটার্ণ বা ছককে (pardigm) বুঝবার চেষ্টা করে এবং সেই পদ্ধতিটি কীভাবে সক্রিয় হয় তা লক্ষ করে। এই লক্ষের উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে যে বিচিত্র অর্থ ও তাৎপর্য বেরিয়ে আসে তাকে প্রকাশ করা। এই পদ্ধতির সমালোচকেরা বিশ্বাস করেন বিশেষ প্রসঙ্গে ও পরিবেশে সাহিত্যের ব্যাখ্যা করার চেয়ে সাহিত্য বিশেষের গঠন বৈশিষ্ট্য থেকে তার তাৎপর্য সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা বেশি প্রয়োজন।

ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রকাশ হয় বলে ভাষাতত্ত্বকে গঠনবাদীরা সাহিত্যের প্রকাশ রীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁরা প্রকাশের ভঙ্গির ভেতর থেকে ভাষাতত্ত্বনির্ভর একটি বিশেষ আলঙ্কারিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতে ভাষার বিন্যাসকে যেমন বৈজ্ঞানিক সূত্রে গ্রথিত করে ভাষাতত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সাহিত্যের প্রকাশ রীতির বিন্যাসকে গ্রথিত করে এই গঠনাত্মক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি বিশেষ কবিতার বাক্যগঠনরীতি এবং ধ্বনিবিন্যাস-রীতি কিংবা শব্দবিন্যাস-রীতি লক্ষ করে কবির শব্দ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কীভাবে নির্বাচনের ক্রিয়া সামগ্রিক সমন্বয়ের দিকে যাচ্ছে তা লক্ষ করাই হবে গঠনবাদীর উদ্দেশ্য।

> "বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরূপে একই বাক্য লেখক-পাঠকের প্রথাগত সংযোগ-সূত্র অনুযায়ী তাৎপর্য আনবে। একই বাক্য কবিতার পংক্তিতে এবং সংবাদ-পত্রের পাতায় এই কারণেই ভিন্ন তাৎপর্য আনে।"[৩]

আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ভাষা ও ব্যাকরণের পাশাপাশি রীতিবিচারের বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি বলে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দার্থতত্ত্বের দ্বারা যে রীতিবাদ তার মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব, ছন্দ, রূপতত্ত্ব, অভিদেয়ার্থ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এই রীতিতে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র রচনার যে-কোন একটি অংশ অথবা তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এবং একের সঙ্গে অপরের সংযোগ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখকের মানসিকতা সম্পর্কে সমগ্র রচনায় নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে।

গঠনবাদ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে বিশ্লেষণাত্মক সংযোগের মাধ্যম দেখিয়ে দেয়। এই মতবাদ লেখকের অভিজ্ঞতার বিন্যাসকে সচেতন-বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু সাহিত্য বিশেষের সামগ্রিক ফলশ্রুতির কথা বোধ হয় এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত। গঠনবাদী সমালোচনা যতটা সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া-মুখী ততটা সামগ্রিক আস্বাদনমুখী নয়। প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, মোটিফগুলিকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েও যে একটি সাহিত্যরূপকে সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখে তার উপভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

গঠন শিল্পের দিক থেকে ভাষা ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করার জন্য শিল্পীরা বেশিরভাগ বাক্যের গঠন করেছেন কাব্যের উপযোগী করে। বাক্য দিয়ে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছেন। তারপর ভাষাকে অদ্ভুত সৃজনীপ্রতিভায় গতিদান করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শিল্প।

> "অবয়ববাদীদের (Structruralists) মতে লেখক, তাঁর সমকাল বা পাঠকের দিকে লক্ষ না রেখে শুধুমাত্র রচনার সংগঠন বিশ্লেষণই শৈলীবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। বিশ শতকের প্রাহা গোষ্ঠী কিংবা নব্য সমালোচকদের (neo-critic) সমালোচনা এরকমই অবয়ব-নির্ভর বিশ্লেষণ।"[৪]

বিশ শতকের শেষার্ধে শৈলী আলোচনার উত্তর-অবয়ববাদী দৃষ্টিকোণ (Post-Structuralism) গড়ে ওঠেছে। লেখকের রচনার ভাষিক সংগঠন বিচার শুধু যে তাঁর রচনার গঠনগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়তা করে তা নয়, একই যুগে প্রচলিত অন্য রচনার তুলনায় তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধর্ম নির্ণয়ে তা সাহায্য করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ব্যক্তির ভাষা স্বভাবত সাংকেতিক নয়, কিছু ব্যক্তির ভাষার সমবায়ে গড়া সামূহিকতা জন্ম দেয় সংকেত ধর্মকে। অবয়ব বা Structuralism একটি বিশেষ কিছুর দিকে নয় কয়েকটি বিশেষকে নিয়ে যে নির্বিশেষ সমগ্রতা গড়ে উঠে সেই দিকেই নিবদ্ধ দৃষ্টি।"[৫]

গঠনাত্মক পদ্ধতি সারাংশ সন্ধান না করে গঠন ভঙ্গিমার দিকে ঝোঁক দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যকে বেশি করে গুরুত্ব দেয়। তাই অবয়ববাদী সাহিত্য বিশ্লেষণে বর্ণিত বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্জন করা হয়।

অবয়ববাদীদের আরো বক্তব্য হল, -

> "পাঠ এবং পুনঃপাঠ, চিন্তা এবং আরও নতুন চিন্তার দ্বারা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অবস্থানকে পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত করা দরকার। ভাষা, নৈসর্গিক রূপচিত্রণ, স্থাপত্য, আত্মীয়তা বন্ধন, বিবাহ বন্ধন, এমনকি গৃহসজ্জার উপকরণ, বিচিত্র কৌশল ও রাজনীতি এসব কিছুই অবয়ববাদীদের আগ্রহের বিষয়বস্তু, আর অবয়ববাদতত্ত্বের উৎসে ছিল ফার্দিনাঁদ দ্য স্যসূরের অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান।"[৬]

স্যসূরের মতে একটি রচনার বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ সবই পরম্পরাক্রমে আমাদের বিবেচ্য হয়। শব্দগুলি শুরু থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত অগ্রগতিতে একটি ঘটনাপ্রবাহের মতই এগিয়ে যায়। স্যসূরের মতে এই প্রবাহিত অগ্রগতি হল উপরিতলের গঠন, যার গভীর গোপণে বৈপরীত্যের সূত্রে বিরাজ করে অপ্রকাশিত সংকেত। স্যসূর ভাষাকে বিশেষ কালের বিবেচনা করে এ পারম্পর্যকে বর্জন করেছেন।

অবয়ব বিচারকের ধারণা শৈলী বিচারকদের থেকেও আধুনিক। ভাষার ইঙ্গিতধর্ম সম্পর্কে দুই গোষ্ঠীর মতাদর্শ অভিন্ন। অবয়ববাদীদের কাছে কাব্যের শব্দ হচ্ছে ইশারা বা ইঙ্গিত। কবি শব্দকে অঙ্গুলি সংকেতের মত ব্যবহার করে যা বলেন তার চেয়ে বোঝান অনেক বেশি। কবিতায় এই ভাষা বা শব্দ প্রতিমাসদৃশ। কবিতার ভাষার সত্তা মূর্ত এবং এর মধ্যে ধারণা বা কল্পনা সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। পাঠকের চিত্তলোকে উদ্দীপনা সৃষ্টিক্ষম ইমেজ হচ্ছে 'সূচক' এবং পাঠকের বোধ বা কল্পনা হচ্ছে 'সূচিত'। একজন কবি ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া কিছু উপাদান শুধুমাত্র কৌশলে সাজিয়েই তোলেন না, তিনি সৃষ্টিও করেন। কবির কাছে থাকে উপাদান, মনে থাকে উদ্দেশ্য। এই উপাদান ও উদ্দেশ্যর সমন্বয়ে তিনি গড়ে তোলেন একটি 'অবয়ব'। কবিতার অবয়ব বিশ্লেষণ মানে বিচ্ছিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ নয়, সম্পূর্ণ একটি বাক্যের বিশ্লেষণ। লেভি স্ট্রাউসের মতে, একজনের বিশেষ পদ্ধতিতে গড়া অবয়ব অপরকে সেই অবয়বের ভিতরকার উপাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসু এবং রসিক করে তোলে। কবি সাহিত্যিকেরা সংগঠক উপাদান সমূহের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন করে গড়ে তোলেন কাব্য সাহিত্যের অবয়ব। সুতরাং সাহিত্যিকের সাহিত্যের অবয়ব বিজ্ঞানের মতই গড়ে তোলা সমগ্র একটি রূপ, যার সমগ্রভাবে বিচার হওয়া প্রয়োজন।

গঠনবাদী মতবাদ বা অবয়ববাদ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে বিশ্লেষণাত্মক সংযোগের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। লেখকের অভিজ্ঞতার বিন্যাসকে সচেতনভাবে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ গঠনবাদী আলোচনায় লেখকের জীবনের ও লেখকের সময়ের প্রতিফলন হল সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড। এ মতবাদে একটি নির্দিষ্ট ছক বা প্যাটার্ণে আধুনিক জীবনের ছায়াপাত, সাধারণত সময় ও লেখকের জীবনকে মিলিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ গঠনের তাৎপর্য সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়েও ব্যাখ্যা করা হয়। গঠনবাদী পদ্ধতিতে আলোচনায় রাঢ়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ বা কামরূপীয় মনসামঙ্গলের মধ্যে যেমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে তেমনি একই অঞ্চলের প্রত্যেক কবির রচনাও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এ আলোচনায় শুধুমাত্র ভাষা ও শৈলীগত দিক থেকে মনসামঙ্গলের বিচার করা হয়নি, আখ্যান কাব্য হিসেবে এর সামগ্রিক রূপের গঠনগত বিশ্লেষণও (Structural Analysis) করা হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের তুলনামূলক বয়ান বিশ্লেষণ আলোচনার প্রধান বিষয়। কবিদের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা নয়, এর মূল উদ্দেশ্য সুবিশাল কালপ্রবাহের মধ্যে ব্যক্তিস্রষ্টার বিশেষ গুরুত্বের অন্বেষণ। অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদারের মতে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণে গড়ে ওঠা সাহিত্য তো একটি প্রথাসিদ্ধ সংরূপ (জাঁর)। কাহিনী ঐতিহ্যবাহিত, চরিত্রগুলি পূর্বকল্পিত এবং একান্ত সুনির্দিষ্ট কাব্যগঠন-রীতি।"[৭]

কাজেই এই প্রথাসিদ্ধ ছাঁচের অনুসরণের মধ্যে নিজস্ব শৈলী সৃষ্টির অবকাশ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলের কবিগণ কতটা প্রথাসিদ্ধ আর কতটাই বা সংরূপ থেকে মুক্তির সন্ধানী, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেই মনসামঙ্গল কাব্যগুলির রূপগঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক বা কাহিনি পরিকল্পনা : আঙ্গিক বিচারে মনসামঙ্গল যৌথ শিল্প। অবয়ব নির্মাণে একদিকে যেমন পৌরাণিক ছাঁচ অনুসরণের চেষ্টা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক উপাদান সংযুক্ত করার প্রয়াসও আলোচ্য কাব্যে লক্ষ করা গেছে। কাহিনি বিন্যাসে স্বল্পাধিক একই রকম পরিকাঠামো অনুসরণ করার ফলে কাব্যের গঠনে পূর্বসংস্কারগত একটি সাধারণ রূপায়ণ পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক ছাঁচে গঠিত মনসামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিকের মূলত চতুরঙ্গ বিন্যাস। যথা- বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড বা বণিক খণ্ড।

বন্দনা : মনসামঙ্গল কাব্যে 'বন্দনা' অংশ প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী যুক্ত হয়েছে। সকল উপাস্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সাংস্কৃতিক মিলনাকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। সকল মনসামঙ্গল কাব্যেই ইষ্টদেবতা মনসার পাশাপাশি পৌরাণিক দেবতা গণেশ সহ অন্যান্য দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এমনকি চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের কবি জীবন মৈত্র ও কেতকাদাসের কাব্যে চৈতন্যদেবও দেবদেবীদের মতো বন্দিত।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ : আলোচ্য অংশে প্রকৃতপক্ষে কবির আত্মপরিচয় ও কাব্য রচনার কারণ বর্ণনা করা হয়। স্বপ্নাদেশ বা দৈব নির্দেশে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তার উল্লেখ মনসামঙ্গলে রয়েছে। বিজয়গুপ্ত, দ্বিজবংশী দাস, জীবন মৈত্র, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দৈবাদেশের উল্লেখ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই দৈবাদেশ লোকস্বীকৃতি লাভের কৌশল হিসেবেও কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রও এখানে সংযোজিত হয়েছে।

দেবখণ্ড : পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধস্থাপন এই অংশের মূল কথা। পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, সৃষ্টি রহস্য, শিব বীর্যে মনসার জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি বর্ণিত। কোন মনসামঙ্গলে দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের ঘরে উমার জন্ম, শিব-পার্বতীর বিবাহের ঘটনাও বর্ণিত। এসব অংশে পৌরাণিক দেবতা শিবের প্রাধান্য লক্ষিত। পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিলনের জন্য সকল কাব্যকারকেই শিবের উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং মনসাকে শিবের মানসকন্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।

নরখণ্ড বা বণিকখণ্ড : স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের কাহিনিগত মিল নরখণ্ডের পরিকল্পনায় লক্ষ করা যায়। এ খণ্ডের মূল বিষয় হল শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যে আগমন এবং মর্ত্যে এদের দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা প্রচার। মনসামঙ্গলের বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রকৃতপক্ষে উষা-অনিরুদ্ধ। লৌকিক কিছু বৈশিষ্ট্যও মনসামঙ্গলগুলিতে যুক্ত হয়েছে। যেমন- বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, কাঁচুলি নির্মাণ ইত্যাদি। এইভাবেই পৌরাণিক জীবনাদর্শ, দেব মহিমার সঙ্গে আর্যেতর লৌকিক সংস্কার সমন্বিত হতে পেরেছে।

মনসামঙ্গলের কাহিনি কবিদের নিজস্ব কল্পনার ফসল নয়, প্রথাগত ঐতিহ্যের অনুসরণ। ঐতিহ্যের ধারায় যে কাহিনি কবিদের কাছে এসে পৌঁছায় তাকে মান্য করাই ছিল যুগোচিত প্রথা। প্রচলিত সংরূপের বন্ধনের মধ্যে থেকেও কবির ব্যক্তিশৈলী নিজস্বতা প্রকাশ করতে চায়। গতানুগতিক কাহিনির মধ্যেও কবিগণ আঙ্গিকের অভিনবত্ব আনতে চান। কারণ প্রথা মানা ও প্রথাকে অতিক্রম করার প্রয়াস - এই দুই বিরুদ্ধ প্রবণতায় কাব্যের আখ্যান গঠিত।

প্রকাশরীতির ভিন্নতা : প্রকাশরীতি বলতে শিল্প সাহিত্যের জগতে কবির শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিয়া অর্থাৎ রচনা কৌশলকে বোঝায়। একই রচনা ব্যক্তিভেদে প্রকাশের ভিন্নতার জন্য রচনাগত বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এই রচনা প্রকাশ ব্যক্তিভেদে সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন হয়। আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যগুলির বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ এবং রচনার উপাদান মোটামুটি কাছাকাছি সময়ের ও বিষয়ের। কিন্তু কবিদের মধ্যেকার প্রকাশগত ভিন্নতা একই বিষয় প্রকাশকে পরস্পর থেকে ভিন্ন

করে দিয়েছে। প্রকাশ রীতিগত পার্থক্য একজনের রচনার সঙ্গে যেমন অন্যজনের রচনাকে পৃথক করেছে, তেমনি তাঁদের নিজস্ব রচনা বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করেছে। এখানে মনসার জন্ম বর্ণনায় প্রত্যেক কবির প্রকাশ রীতির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

১। "সুরঙ্গে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্দি
মহারস পাতালে নামিল।
প্রবেশিল পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সুন্দর দেখিল।।"[৮]

২। "বাসুকি বোলে নির্ম্মালি সুনহে উত্তর।
মহাদেবের বির্য্যে কন্যা গোটা নির্ম্মাণ কর।।
চারিখান হস্ত দেহ তিন নঞান।
সিবের লক্ষণ করি করহ নির্ম্মাণ।।
এত সুনি নির্ম্মালি হুঙ্কার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্ম্মাণ হইল।।"[৯]

৩। "কদ্রুর কোলেতে জন্ম অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অর্দ্ধ ভাগ।।
নাগের লক্ষণ ধরে শিরে অষ্ট ফণা।
রক্ত গৌর কান্তি অঙ্গ অতি সুলক্ষণা।।
নাগ অলঙ্কারে বস্ত্রে করিয়া সুবেশ।
নানা আভরণে পুনঃ সাজিল বিশেষ।।
দেখি সুলক্ষণা কন্যা অতি শুদ্ধ চারু।
বিলক্ষণ নাম ব্রহ্মা থুইল জরৎকারু।।"[১০]

৪। "জোতির্ম্ময় দীপ্তকরে দেখিল নির্মানি
ধেয়ানে জানিল চন্দ্র এড়িল শূলপাণি।
নিমিষে জানিলা সেই জাতক কারণ
শিবের নন্দিনী হৈলা মনসা-জনম।
ভাবিয়া পরম শিক্ষা জানিল ধেয়ানে
প্রথমে মৃণাল সহ বপুর সৃজনে।
হৃদয় জঠর স্থান নির্মাণ করিল
উরুযুগ কণ্ঠ চারু পয়োধর হৈল।
...
জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম"[১১]

৫। "এসে বিন্দু মহেশ্বর
এসে কালিদহের জল
তার বিন্দু মেড়ের উপর।
পাত্র পাঠাইয়া বিন্দু আনাইয়া

থুইল বিন্দু বাসকির বরাবরি।
গায়ের রুধির চিরি দিল
তায় রস মিলাইল
তায় জন্মিল মনসা কুঙরি।”[১২]

৬। “গড়িয়া পড়িল বীর্য বাসুকির কোলে।
যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল তাম্র-খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান।
বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নির্মাণ।।”[১৩]

৭। “মহাদেবের মহাবিন্দু আসিঞা মিলিল।।
তখনি বাসুকী নাগ কোন কর্ম করে।
জল সেচন করে মাংসপিণ্ডের উপরে।।
আগে নাক মুখ পাছে অষ্টাঙ্গ হইল।
প্রসবিল মনভাবে মনসা নাম থুইল।।”[১৪]

৮। “শঙ্করের বীর্য্য জ্বলে কমলের পত্রদলে
জন্মিলেন দেবী বিষহরি।।
বিন্দু থুইল হর জলের সে উপর
শতদল কমল উপরি।
মৃণালের বিন্দু দিয়া শিবের বীর্য্য যায় ধায়া
যায়া পাইল রসাতল পুরী
শঙ্করের বীর্য্য জয় অক্ষয় সে অব্যয়
জন্মিল দেবী বিষহরি
সর্ব্ব গায়ে অভরণ করিয়া সে ভূষণ
অপরূপ অতি সে সুন্দরী।।
পাইয়া সে বাসুকী হইলেন মহাসুখী
পুষিলেন নিজ ভগ্নী করি।
করিলেন নাড়ী ছেদ করিল সে কর্ণবেধ
নাম থুইল জয় বিষহরি।।”[১৫]

৯। “পদ্মের মৃণাল বঞাঁ পাতালে পশিল জাঞাঁ
শিব বীর্য্য [গেল] নাগপুরী।।
বাসুকি পাইঞাঁ তারে পরম যতন করে
যত্ন করি করিল নির্ম্মান।”[১৬]

অধিবাচনিক সংগঠন : text বা বয়ান হল ভাষার অর্থগত একক, কোন ব্যাকরণগত একক নয়। বয়ান বাক্যের থেকে বৃহত্তর কোন অধিবাক্যিক একক। অধিবাচনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন রচনার বিশ্লেষণ আধুনিক শৈলী বিজ্ঞানের একটি

অন্যতম লক্ষ্য। এরকম বিশ্লেষণে বাক্যের স্তর অতিক্রম করে শৈলীবিজ্ঞানীকে বয়ান বা ‘text’ এর উপর নির্ভর করতে হয়।

মনসামঙ্গল কাব্য : অধিবাচনের স্বরূপ : আখ্যানমূলক আধিবাচন (narrative discourse) হিসাবেই প্রধানত মনসামঙ্গলের স্বীকৃতি। লৌকিক দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কাব্যের আখ্যানটি তৈরি। আখ্যানমূলক অধিবাচনের বিশ্লেষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে শৈলীবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন।
ক। আখ্যানের সংগঠন (structure of narrative events) মনসামঙ্গলের আখ্যানটির সংগঠনে রাঢ়, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপীয় মনসামঙ্গলের কবিগণ নিজস্বতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মূল আখ্যানের অবয়ব মোটামুটি এক রেখেও তাদের কাব্যে আখ্যান সংগঠনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

কাব্যের গঠন : মূল কাহিনি দুটি - শিব-পার্বতী ও মনসার কাহিনি, চাঁদ-মনসা ও বেহুলার কাহিনি। সূক্ষ্ম বিচারে কবিদের কাহিনি সৃষ্টির দিক থেকে বৈচিত্র্য রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যানের গঠনের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের গঠনগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিজয়গুপ্ত :
১। বন্দনা
২। স্বপ্নাধ্যায় পালা
৩। দেবখণ্ড - মনসার জন্ম পালা, চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ, মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার, পদ্মার বিবাহ, বিচ্ছেদ পালা, সমুদ্র মন্থন, পদ্মার বনবাস।
৪। নরখণ্ড - রাখয়াল বাড়ীর পূজা, কাজির সহিত যুদ্ধ, গুয়াবাড়ী কাটা পালা, মহাজ্ঞান হরণ, সঙ্কুর গাড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ।। ঝাল বাড়ী পূজা, বরের পালা, অনিরুদ্ধ উষাহরণ ও যমযুদ্ধ, চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন, বস্তু বদল, ডিঙ্গা বুড়ান, চাঁদের অবস্থা ও লক্ষীন্দরের জন্ম, লক্ষীন্দরের বিবাহের জুড়নি, লোহার বাসর ঘর গঠন, লক্ষীন্দরের বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, ভাসান, জিয়ান প্রভৃতি।

নারায়ণ দেব :
১। বন্দনা
২। দেবখণ্ড - বৃষের সজ্জা ও শিবের যাত্রা, ভবানীর বিলাপ, চণ্ডীর ডুমনী-বেশ ধারণ (ডুমনী-সংবাদ), নেতার জন্ম, পদ্মার জন্ম।
৩। নরখণ্ড - পদ্মা-পূজা প্রচারের সূচনা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের জন্ম বিবরণ ও মনসাদেবীর যমরাজার সঙ্গে যুদ্ধ, উষা-অনিরুদ্ধকে মর্ত্তলোকে আনয়ন, চন্দ্রধরের বাণিজ্য-যাত্রা, চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটন আগমন, চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য, চন্দ্রধরের পাটন হতে স্বদেশ যাত্রা, মনসাদেবী কর্তৃক চন্দ্রধরের চৌদ্দডিঙ্গা ডুবান, ডিঙ্গাডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা, চন্দ্রধরের স্বগৃহে আগমন, ভাটের বর্ণনা শ্রবণে লখাইর বিবাহ অভিলাষে চন্দ্রধরের উজানি নগর যাত্রা, বেহুলাকে পদ্মাদেবীর ছলনা, বেহুলার লোহার তণ্ডুল রন্ধন, চন্দ্রধরের সঙ্গে সাহে রাজার যুদ্ধ, সাহে রাজা ও চন্দ্রধরের মিত্রতা, কসাই কামারের উপর মনসাদেবীর ক্রোধ, বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ ও মনসাদেবীর প্রতাপ, বিবাহ উপলক্ষে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান, বেহুলার বিবাহে তারকা রাণীর রন্ধন, নারীগণের হাস্য পরিহাস ও বাসি বিবাহ, চাঁদ সদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন, লোহার বাসর ও মনসাদেবীর কোপ, লক্ষীন্দরকে কালনাগিনীর দংশন, বেহুলার বিলাপ, সনকার রোদন, চাঁদ সদাগরের ক্রোধ, ভেলা নির্ম্মান, বেহুলার বিদায় গ্রহণ, লক্ষীন্দরের মৃতদেহসহ বেহুলার ভেলা ভাসান, প্রথম বাঁকে মনসাদেবীর পরীক্ষা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ ও বিভিন্ন বাঁকের বিবরণ, নেতার সঙ্গে বেহুলার সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহলাভ, শিবের নিকট বেহুলার অনুগ্রহলাভে নেতার প্রচেষ্টা, শিবের আদেশে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, দেবসভায় বাদানুবাদ, লখাইর পুনরায় জীবনলাভের বিবরণ, চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ

বেহুলা-লখাইর যাত্রা, চন্দ্রধর কর্তৃক পদ্মা-পূজার উদ্যোগ, চন্দ্রধরের পদ্মা-পূজা, বেহুলার পরীক্ষা, বেহুলা-লখাইর উজানি নগরে গমন, বেহুলা-লখাইর স্বর্গারোহণ প্রভৃতি।

দ্বিজবংশী দাস :

১। বন্দনা - গণেশ বন্দনা, নারায়ণ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, ভবানী বন্দনা, পদ্মা বন্দনা, ব্রহ্ম বন্দনা, দশ অবতার বন্দনা, সর্ব্বদেব বন্দনা প্রভৃতি।

২। গোত্রাবলী

৩। দেবখণ্ড - সৃষ্টি প্রকরণ, সমুদ্র মন্থন, দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, মদন ভস্ম ও হরিহর একাঙ্গ, পার্ব্বতীর জন্ম ও তপস্যা, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবপুরী নির্মাণ ও গুহ গণেশের জন্ম, শিবের পুষ্পবাটী গমন ও মহামায়ার মায়া, নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা, পদ্মা নিয়ে শিবের গৃহে আগমন, পদ্মাবতীর বিবাহ, নেত্রাবতীর বিবাহ, জরৎকারু মুনির পদ্মা পরিত্যাগ প্রভৃতি।

৪। মানবখণ্ড - আদি প্রসঙ্গ, কাজির বিড়ম্বনা, বিবাদের অঙ্কুর, পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ, তক্ষক ধন্বন্তরির কথা, সর্পসত্র, ধন্বন্তরি বধ, চন্দ্রধরের ছয়পুত্র বধ, বাণিজ্যের উদ্যোগ, অভিশাপ, বাণিজ্যে যাত্রা, চন্দ্রধরের বন্ধন, লক্ষীন্দর ও বেহুলার জন্ম, নারিকেল ভক্ষণ, চন্দ্রধরের বাণিজ্য, ডিঙ্গা ডুবানের আয়োজন, ডিঙ্গা ডুবি, চন্দ্রধরের নানা দুর্গতি, বিবাহের যোড়নী, লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ, বর যাত্রা, বিবাহ, লক্ষীন্দরের মৃত্যু, দেবপুরে গমন, দেবতার বিচার, পুনর্জীবন, পূজা, স্বর্গারোহণ।

বিপ্রদাস পিপিলাই :

১। প্রথম পালা - গণেশ বন্দনা, পঞ্চ দেবতার বন্দনা, আত্মপরিচয়, কাহিনি সংক্ষেপ, সৃষ্টিতত্ত্ব, শিবের ধর্মপূজা, শিবের পুষ্পবন গমন, ডুমনী সম্বাদ, শিবের কাঁচুলি নির্মাণ, মনসার জন্ম, কদ্রু-বিনতা-গরুড় কাহিনি, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, মনসাকে সিজুয়া পর্বতে নির্বাসন দান, নেতা ও ধামাইর জন্ম।

২। দ্বিতীয় পালা - বিশ্বকর্মার পুরী নির্মাণ, মনুরথ-কপিলা কাহিনি, দুর্বাশার অভিশাপ, লক্ষীর সমুদ্রের ভিতরে যাত্রা, সমুদ্র মন্থন, দেবাসুরের যুদ্ধ।

৩। তৃতীয় পালা - বিষের জন্ম, শিবের বিষপান, ভবানীর শোক, শিবের মৃত্যু বার্তা, মনসার আগমন, বিষঝাড়ন, মনসাকে শিবের বরদান, মনসার বিবাহ, নেতার বিবাহ, মনসাকে পরিত্যাগ, মনসার মিনতি, আস্তিকের জন্ম।

৪। চতুর্থ পালা - রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষকের দংশন, জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, হাসন-হোসেন প্রসঙ্গ।

৫। পঞ্চম পালা - হাসন-হোসেনের মনসাপূজা, জালু-মালু প্রসঙ্গ, চাঁদের নাখরা বন ধ্বংস, মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ।

৬। ষষ্ঠ পালা - ধন্বন্তরি বধ।

৭। সপ্তম পালা - ধনা-মনা প্রসঙ্গ।

৮। অষ্টম পালা - চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি।

৯। নবম পালা - চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা।

১০। দশম পালা - লক্ষীন্দরের জন্ম, চাঁদের বিদায় গ্রহণ, চাঁদের ডিঙ্গাডুবি, চাঁদের বিড়ম্বনা।

১১। একাদশ পালা - চাঁদের প্রত্যাবর্তন, লক্ষীন্দরের বিবাহের উদ্যোগ, বেহুলাকে মনসার ব্রাহ্মণী বেশে অভিশাপ, বেহুলার লোহার কলাই রন্ধন।

১২। দ্বাদশ পালা -।। জাগরণ আরম্ভ।। বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ, বাসর ঘরে লক্ষীন্দর দংশন, বেহুলার শোক, মাঞ্জাস নির্মাণ, বেহুলার যাত্রা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ, মনসার বারমাস্যা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান।

১৩। ত্রয়োদশ পালা - দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, ডুম-ডুমনী বেশ ধারণ, চাঁদের মনসা পূজা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের স্বর্গারোহণ, অষ্টমঙ্গলা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :

১। প্রথম পালা - মনসা বন্দনা, গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, পঞ্চ দেবতার বন্দনা, শকবর্ণনা, গ্রন্থারম্ভ, সৃষ্টি প্রকরণ, বরাহ মূর্তি, অনাদ্যের সৎকার, ধর্মযজ্ঞ, গঙ্গার দেবলোকে আগমন ও শান্তনু-কর্তৃক গঙ্গাবর্জন, গঙ্গার বিলাপ, শিবের তপস্যা, গৌরীর ছলনা, মনসার জন্ম, পিতাপুত্রীর সাক্ষাৎ।

২। দ্বিতীয় পালা - ফুলের সাজিতে পদ্মা, মনসা-ভবানী দ্বন্দ্ব, চণ্ডীর রণসজ্জা, মনসার রণসজ্জা।

৩। তৃতীয় পালা - পদ্মার সিজুয়া পর্বতে গমন, নেতার জন্ম, তুলসী মাহাত্ম্য, চিত্রবতী কাহিনি, কপিলা-মনুরথ কাহিনি।

৪। চতুর্থ পালা - ব্যাঘ্র মনুরথ যুদ্ধ, কপিলার শাপমোচন।

৫। পঞ্চম পালা - সমুদ্র মন্থন।

৬। ষষ্ঠ পালা - বিষ সমস্যা, গরল-পানে অচেতন হর, ভবানীর শোক, শিবের মৃত্যু বার্তা, মনসার আগমন, বিষঝাড়ন, বিশ্বকর্মার তৌল-নির্মাণ, সর্পগণের মধ্যে বিষবণ্টন, জরৎকারু মুনির নিকট বিবাহ প্রস্তাব, জরৎকারুর শিবনিন্দা, ভবানীর ভীমামূর্তি, জরৎকারুর কৈলাস আগমন, বিজয়িনী মনসা, মনসার বিবাহে দেবগণের যোগদান, সর্পভয়ে বাসর হতে মুনির পলায়ন, মনসার মিনতি, আস্তিকের জন্ম।

৭। সপ্তম পালা - মনসার পূজা লাভের বাঞ্ছা, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, হাসন-হোসেনের নিকট মনসাপূজার বার্তা, সাদ্যা কর্তৃক মনসার রূপবর্ণনা।

৮। অষ্টম পালা - হাসন-হোসেন পুরী নাশ, দেবীর স্বপ্নাদেশ ও হাসনের দেশত্যাগ, হাসনহাটিতে দেবীর অবতার।

৯। নবম পালা - চাঁদ বান্যার আদ্যকথা, পুরবর ও মালাধরকে মনসার অভিশাপ, জালু-মালুর জন্ম, নিছনির মনসার বারাপূজা, সনকার মনসা পূজার উদ্যোগ, চাঁদ কর্তৃক মনসার বারাভঙ্গ, মালাধর ও পুরবরের শাপমুক্তি।

১০। দশম পালা - নটীবেশে মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, ধন্বন্তরি কর্তৃক চাঁদকে পুনরায় মহাজ্ঞান দান ও মনসার ক্রোধ।

১১। একাদশ পালা - চাঁদের নাখরা বন ধ্বংস ও মন্ত্রবলে তার পুনরুজ্জীবন, ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতের মৃত্যু, জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ, ধন্বন্তরি বধ, চাঁদের ছয় পুত্রনাশ।

১২। দ্বাদশ পালা - বাণ-অনিরুদ্ধ-উষাকাহিনি, উষা-অনিরুদ্ধের প্রতি শিবের অভিশাপ, লখাই-বেহুলার জন্মের সূচনা।

১৩। ত্রয়োদশ পালা - বিশ্বকর্মার মধুকর নির্মাণ ও চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ, গঙ্গার কাহিনি, যাত্রাপথে নীলাচল, জগন্নাথের কাহিনি, সেতুবন্ধের বর্ণনা, কালিদহ।

১৪। চতুর্দশ পালা - মনসার ক্রোধ, চাঁদের সাতডিঙ্গা বুড়ি, চাঁদের দুর্দশা, লক্ষীন্দরের জন্ম, বিধাতা কর্তৃক লক্ষীন্দরের ললাট লিখন, বেহুলার জন্ম, চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও দৈব নির্যাতন, লক্ষীন্দরের সম্বন্ধ নির্ণয়, দেবীর ছলনা, বেহুলার পরীক্ষা ও বিবাহের লগ্ন নির্নয়, বিশ্বকর্মার লৌহ বাসর-নির্মাণ ও মনসার নির্দেশে গমন-পথ, লক্ষীন্দরের বিবাহ যাত্রা, বাসর ঘরে লক্ষীন্দর দংশন, বেহুলার রোদন, দিশেহারা চাঁদবান্যা, সনকার শোক, পতিসহ বেহুলার মাঞ্জাসে ভাসবার সংকল্প, শ্বেতকাককে বেহুলার অনুরোধ, ভাসমানা বেহুলা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ, দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, বেহুলার ভাশুরগণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ও সপ্ত ডিঙ্গা উদ্ধার, যোগী-যোগিনীবেশে বেহুলা লক্ষীন্দরের নিছনিগমন, বেহুলার মাতাপিতার নিকট পরিচয় দান, বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন, দ্বিধাগ্রস্থ চাঁদের মনসা পূজা, অষ্টমঙ্গলা, কলিযুগ বর্ণনা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের স্বর্গারোহণ।

বিষ্ণু পাল :

১। বন্দনা পালা, ২। সমুদ্র মন্থন, ৩। পরীক্ষিত পালা, ৪। ধন্বন্তরি পালা, ৫। জেল্যার জালন, ৬। গন্ধেশ্বরি পালা, ৭। মন্তর ছলনা, ৮। বানুজ্য পালা, ৯। সম্বুন্দ পালা, ১০। জাগরণ পালা।

তন্ত্রবিভূতি :

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১। দেবখণ্ড - মনসা বন্দনা, সর্ব্বদেবী বন্দনা, শিবের পুষ্পবন গমন, মনসার জন্ম, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, শিবের ধর্মপূজা, মনসার বনবাস, বিষের জন্ম, কপিলা ও ব্যাঘ্র কাহিনি, সমুদ্র মন্থন, শিবের বিষপান ও মনসা কর্তৃক চেতনা দান, মনসার বিবাহ ও মুনি কর্তৃক পরিত্যাগ।

৩। বণিকখণ্ড - চাঁদের পরিচয়, জালু-মালু কাহিনি, হীরা কাহিনি, সনকার মনসাপূজা, চাঁদের ক্রোধ, লক্ষের বাড়ি ধ্বংস, পাঁচ পুত্রের মৃত্যু, ধন্বন্তরি বধ, বাণিজ্য যাত্রা, কুলপানির মৃত্যু, ডিঙ্গাডুবি, চাঁদের বিড়ম্বনা, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি, লক্ষীন্দরের জন্ম, মাতুলানী হরণ, বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, যম ও মনসার যুদ্ধ, বেহুলার দেবপুরে যাত্রা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, চাঁদের মনসাপূজা।

জগজ্জীবন ঘোষাল :

১। দেব খণ্ড - বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, মনসা ও ধর্মের বিবাহ, ধর্ম ও মনসার মৃত্যু, গৌরীর জন্ম ও হিমালয় মেনকার গৌরীকে প্রাপ্তি, শিবের পুষ্পবন গমন ও ধর্মপূজা, পার্বতীর পুষ্পবন গমন, শিব-পার্বতীর মিলন, গঙ্গাকে নারদের বার্তা দান, পার্বতীর সতীত্ব পরীক্ষা, শিব-পার্বতীর বিবাহ, গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল ও শিবের পুষ্পবন গমন, মনসার জন্ম, পার্বতীর কুচনী ও গোয়ালিনী রূপে ছলনা, পিতা পুত্রীর সাক্ষাৎ, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, গঙ্গা ও দুর্গার গৃহত্যাগ, কপিলা ও ব্যাঘ্র কাহিনি, সমুদ্র মন্থন, শিবের বিষপান ও মনসা কর্তৃক চেতনা দান, মনসার বিবাহ ও মুনি কর্তৃক পরিত্যাগ, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, জালু-মালু আখ্যান।

২। বানিয়া খণ্ড - চাঁদের পরিচয়, ছয়পুত্রের মৃত্যু, নাখরা বন ধ্বংস, বাণিজ্য যাত্রা, চাঁদের বিড়ম্বনা, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি, লক্ষীন্দরের জন্ম, মাতুলানী হরণ, বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, যম ও মনসার যুদ্ধ, বেহুলার দেবপুরে যাত্রা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, চাঁদের মনসাপূজা।

জীবন মৈত্র :

১। বন্দনা - ব্রাহ্মণ বন্দনা, বিষ-হরি বন্দনা, রাধাকানু বন্দনা, কলি বন্দনা।

২। দেব খণ্ড - পৃথিবীর সৃজন, সৃষ্টি উৎপত্তি, সমুদ্র মন্থন, দেবগণের শিব স্তুতি, দেবগণের অমৃত ভোজন, মনসার জন্ম, শিবদুর্গার কলহ, গৌরীর পাটনী বেশ ধারণ, নেতার জন্ম, মনসার বিবাহ।

৩। বণিক খণ্ড - হাসন হোসেনের কাহিনি, চান্দর আদিপুরুষের নাম, চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার অপমান ও মনসা কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ, মহাজ্ঞান হরণ, রাজা পরীক্ষিত উপাখ্যান, ওঝা ধন্বন্তরির চম্পাত গমন, ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের সহিত ওঝার বিবাদ ও ওঝা কর্তৃক মন্ত্রবল প্রদর্শন, তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু: জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তিক কর্তৃক তক্ষকের প্রাণরক্ষা, চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু : ওঝা কর্তৃক তাহাদের জীবন দান, চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার অপমান, ওঝা ও মনসার বিবাদ, পদ্মার গোয়ালিনীর বেশ, ওঝার মৃত্যুকথা, পদ্মার করুণা, ওঝা ধন্বন্তরি বধ, ওঝাক ভাসান, চান্দোর ছয় পুত্র বধ, সনকার করুণা, পদ্মা ও যমের রণ, চান্দের মধুকরপত্তন, উষা করুণা, বাণযুদ্ধ, উষাহরণ, উষার প্রতি ইন্দ্রের অভিশাপ, লক্ষীন্দর ও বেহুলার জন্ম, চাঁদের দক্ষিণ পাটন গমন, জগন্নাথ কথা, চাঁদের দক্ষিণ পাটন ও তার সঙ্গে পদ্মার বিবাদ, তিনকড়িয়ার নারিকেল ভক্ষণ, চাঁদের দেশে গমন, বেললির জন্ম কথা, পদ্মার মেঘের সাজন, চাঁদের গৃহ প্রবেশ, লক্ষীন্দরের বিবাহ মন্ত্রণা, বেললির লোহার কলাই রন্ধন, বালা লক্ষীন্দরের বিবাহ, লক্ষীন্দরের কামগঞ্জনগর পত্তন, বালার অধিবাস, লক্ষীন্দরের বিবাহ যাত্রা, যুবতীদিগের পতিনিন্দা, বেললির পতিগৃহে যাত্রা, সর্পের সাজন, কালনাগ আনিতে গমন, ভুরা সাজান, ভাসান, মেনকা ও পাটনীর ছদ্মবেশে বেহুলার নিকট পদ্মার আবির্ভাব, নারায়ণ দানীর ঘাট, রাজকন্যার ছদ্মবেশে পদ্মার ছলনা, গোদার বাঁক, নেতাই ধোবানীর ঘাট, বেললির দেবপুরে গমন, বিষহরির বারমাসী, ডিঙ্গা উদ্ধার প্রভৃতি।

এ ধরনের কাহিনিগুলির সহজ স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়ে কবিরা সমগ্র আখ্যানটির একটি গঠনগত পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র কাহিনির বিন্যাসে স্বর্গ আর মর্ত্যকে একবিন্দুতে মিশিয়ে দেবার তাগিদ লক্ষ করা যায়। তাই শাপভ্রষ্ট উষা-অনিরুদ্ধের মর্ত্যে আগমন এবং পরিণতিতে কার্য সমাধা করে আবার দেবলোকে প্রস্থানের কথা সকল কবিই বর্ণনা করেছেন। মূল কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে কবিরা প্রথানুসারী। কাজেই মঙ্গলকাব্যের বিশেষ রীতির বাঁধনে কবিদের ব্যক্তিসত্তা

আবদ্ধ। বিশেষ পরিবেশনের নিজস্বতা ও চরিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কবিদের ব্যক্তিসত্তার স্বকীয়তা লক্ষণীয়। কাহিনিতে পৌরাণিক ও অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা, লোকায়ত প্রসঙ্গ প্রভৃতি অবতারণার ক্ষেত্রেও কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নরখণ্ডের কাহিনিতে রয়েছে- চাঁদ-মনসার কাহিনি-> বেহুলা-লক্ষীন্দর কাহিনি-> মনসা-বেহুলা-চাঁদ কাহিনি।

খ। চরিত্রায়ন (characterization) ঘটনার পাশাপাশি চরিত্র বিশ্লেষণ ও যে সাংগঠনিক আলোচনায় সমান জরুরি সে সম্পর্কে রোলা বার্তে আমাদের অবহিত করেছেন। তবে আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যটি ঘটনা প্রধান। কাহিনির ক্রিয়াশীলতা (action) এখানে চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। চরিত্রের উদ্ঘাটনে কাব্যে দু-ধরনের ইঙ্গিত কাজ করে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। প্রথম ক্ষেত্রে কাহিনির অন্তর্গত কোন নির্ভরযোগ্য কথক (narrator) চরিত্র বা তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত দেন। এ কাব্যে মনসাদেবীর নির্দেশে সরাসরি কবিদের দ্বারা আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। আবার গায়েনদের পারস্পরিক কথোপকথনে আসরে গানের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হয়েছে। সমাগত ভক্তজন তা শ্রবণ করে পূণ্য অর্জন করেছেন।

গ। কালিকমাত্রা (temporal dimension) বাস্তব সময়ের (real time) ধারণা এবং আখ্যান বর্ণিত কালের বিন্যাস এক নয়। কাব্যে পূর্বকথা (flash back) ও উত্তরকথা (flash forward) আখ্যানের বর্ণনায় অভিনব কালিক মাত্রা এনে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উষা-অনিরুদ্ধের আক্ষেপ ও দেহত্যাগ অংশে অভিশাপ দানের মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত। অনুরূপ বেহুলাকে মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ অংশটিতে দেবী পূর্বজন্ম-কথা স্মরণ করান। ফলে আখ্যানের কালিক প্রবাহে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

পূর্বকথা-উত্তরকথার প্রয়োগ :

১। "ছাড়িলাম বন্দনা ভাই গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিবাহ বলি শুন সর্ব্বজন।"[১৭]
২। "পরাশর নাম মুনি বশিষ্ঠের নাতি।"
...
কহ কহ মহামুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
কিমতে হইল সৃষ্টির পত্তন।।
কহ সৃষ্টি না হইতে পূর্ব্বে কে আছিল।
চরাচর ত্রিজগতে কাহনে হইল।।"[১৮]
৩। "পূর্বকথা কহি আমি তোমা বরাবরি
জ্ঞাতি হৈয়া জে কারণে তুমি মোর বৈরী।।"[১৯]
৪। "শুন ভাই পূর্ব্বকথা: দেবী হৈলা বরদাতা: সহায়পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়: চন্দ্রহাস-সম হয়: তাহার তালুকে ঘর করি।।"[২০]
৫। "পূর্বকথা হস্তিনীট পড়ি গেল মন।
পূর্বে বঙ্কের কুলে মোর জন্ম ছিল।
গঙ্গা ধেয়াইয়া হস্তী তনু তেআগিল।"[২১]
৬। "সণেক পুছেন কথা লোমশের স্থানে।
পুরাণ প্রিসংহ কথা কহ আদি হনে।"[২২]

ঘ। দৃষ্টিকোণ (point of view/focalization) যে কোন আখ্যানে কথকের (narrator) একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকে (Brooks and warren,1959), কথক বা কবি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বিবৃত করেন। এমনকি অন্যের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হতে পারে। বর্তমান কাব্যে কবিই অধিকাংশ সময়ে কথক। তবে আখ্যানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন চরিত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনের সুযোগ পায়। তাই সর্পদের কথা তাদের নিজেদের মুখে ব্যক্ত হয়, অথচ কবি নিজেকে এখানে রাখেন নিরাসক্ত।

ঙ। বিবৃতি (narration) আখ্যানমূলক অধিবাচনে বিবৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিবৃতির মাধ্যমেই ঘটে কাহিনির অগ্রগতি। চ্যাটম্যান বিবৃতি প্রক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করেন এইভাবে-

প্রকৃত লেখক- নিহিত লেখক- (কথক)- (গ্রাহক)- নিহিত পাঠক- প্রকৃত লেখক

প্রকৃত লেখক (real author) রক্ত মাংসের মানুষ, আর নিহিত লেখক (implied author) তাঁরই এক স্থিতিশীল সত্তা, রচনার বয়ানে যার নির্মাণ। তাই লেখকের 'আমি' আর রচনার 'আমি' এক নয়। তেমনই প্রকৃত পাঠক আর নিহিত পাঠকও এক নয়। নিহিত লেখক এবং কথকও (narrator) হতে পারে স্বতন্ত্র। 'কথক' ও 'গ্রাহক' (narratee) অবশ্য ঐচ্ছিক হতে পারে। তবে আখ্যানমূলক অধিবাচনে কথকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কথনের আবার বেশ কয়েকটি স্তর থাকতে পারে। যেমন, কথক যে চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করেন, সে-ই আবার হয়ে উঠতে পারে কথক। এখানে যেমন মনসা ও চণ্ডী কোন্দল বর্ণনা করেন লেখক। পরবর্তী পর্বে দেবী মনসাও চণ্ডীর সম্মুখে কথক হয়ে উঠেন। আবার বনবাসে মনসা নিজের দুঃখ বর্ণনার মাধ্যমে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও একটু পরেই দেখতে পাই দেবী চণ্ডী এবং সর্পগণও কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে বিভিন্ন স্তরের কথনের মিশ্রণ হয়ে উঠে এ আখ্যানকাব্য।

গ্রাহকেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকতে পারে। যেমন মূল কথনে যখন নিহিত লেখক কথক, তখন গ্রাহক হয়ে উঠে নিহিত পাঠক। কিন্তু কথনের অন্তর্গত কথনে গ্রাহক পাল্টে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনসার অত্যাচারে অত্যাচারিত চাঁদ যখন কথক, তখন দেবী মনসা হলেন গ্রাহক। তিনিই সক্রিয় কথক হয়ে ওঠেন চাঁদ-মনসা কথোপকথনের সময়।

আখ্যানের বিবৃতির সঙ্গে কালিক মাত্রার একটা যোগ আছে। কারণ ঘটনার পরম্পরা সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। মূলত, তিন ধরনের কালিক বিন্যাস আখ্যানে লভ্য- এক, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন বিবৃতি দেওয়া হয়। এখানে চাঁদ কর্তৃক অপমানিত হবার পরই মহাদেবের কাছে মনসা তার কষ্টের কথা বিবৃত করেন। দুই, যেখানে ঘটনা ঘটার আগে বিবৃতি সম্পাদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদের চরম বিড়ম্বনা প্রাপ্তির পূর্বেই দেবীর মন্তব্যে তার পূর্বাভাস থাকে। তিন, ঘটনা ও বিবৃতি যখন একই সঙ্গে চলতে থাকে। মনসামঙ্গলে যম-মনসার যুদ্ধ বর্ণনায় এমনটাই ঘটতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, কথনের বহুস্তরীয় বিন্যাস, দৃষ্টিকোণের বহুধা বিভাজন, বর্ণনা ও সংলাপধর্মী প্রকাশভঙ্গির মিশ্রণ মনসামঙ্গল কাব্যের এই আখ্যানটিকে একটি মিশ্র অধিবাচনের রূপ দিয়েছে।

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে লোককথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভ্লাদিমির প্রপ লোককথার চরিত্রগুলির নির্বাহনকে ৩১টি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এর কয়েকটি হল -

১। নায়কের আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্যোগ
২। আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকাকে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়
৩। নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব
৪। নায়ক বা নায়িকার জয়

লোককথার এই পদ্ধতিতে মনসামঙ্গলের কাহিনি বিশ্লেষণ করা যায়।

১। আকাঙ্ক্ষা: মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচার করবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।
২। আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্যোগ:
ক. চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ
খ. চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু
গ. ধনন্তরি বধ
ঘ. উষা-অনিরুদ্ধকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ
৩। দ্বন্দ্বের সূচনা: চাঁদের স্ত্রী সনকার মনসা পূজার সময় চাঁদ কর্তৃক মনসার ঘট ভাঙা
৪। নায়ক বা নায়িকার জয় :
ক. বেহুলার দেবপুরে যাত্রার ফলে মনসা কর্তৃক লক্ষীন্দর সহ চাঁদের পুত্রদের প্রাণদান, চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর ফিরিয়ে দেওয়া।

খ. চাঁদের মনসা পূজা

সম্পর্কিত বাক্যের ব্যবহার :

রচনার সংগঠনে বয়ানগত সংলগ্নতা পরস্পর-সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেও গড়ে উঠতে পারে। কবি মূলত সম্বন্ধী সর্বনামের (corelative pronoun) এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেন। সম্বন্ধী বাক্যের সাহায্যে কবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবাদ এবং প্রবচন-সূচক সংক্ষিপ্ত অথচ সংবদ্ধ রচনায় প্রয়াসী হন। মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় সে সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

১। "চণ্ডী বোলে সই তোমি কহ তত্ত্বসার।
তোমার ঘটে আজি কে হইয়াছে পার।।"[২৩]
২। "পঞ্চ রত্ন করিয়া জদি চাহ তুমি।
নারিকেল বদলে দিতে পারি আমি।।"[২৪]
৩। "যেই পথে পদ্মবনে যাইব শূলপাণি।
সেই পথ আগুলিয়া রহিলা ভবানী।।"[২৫]
৪। "শ্বেত কর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপতি
পীতগিরি বেড়ি জেন বহে ভাগীরথী।"[২৬]

৫। "সহায় শঙ্কর যার যশ কীর্ত্তি বাঢ়ে তার
দুয়ারী ষড়ানন।"[২৭]
৬। "মনসার দোহাই কালি স্মরণে শুনিল।
মুখ হৈতে দুটা মহিস উগরে ফেলিল।"[২৮]
৭। "তুমি যদি জিঞাইঞা না দেহ প্রানেশ্বর।
স্ত্রীহত্যা দিব আমি তোমার উপর।।"[২৯]
৮। "সেইদিনে সনকা আছিল ঋতুবতী।
রজনী সময়ে সম্ভাষিলা নিজ পতি।।"[৩০]
৯। "যার রূপে ত্রিভুবন হয় মূরছিত।
তাহার সতীত্ব আছে এ কোন প্রতীত।।
বেললি পরীক্ষা লয় যদি করে জয়।
করিব ভোজন সভ কহিলাম নিশ্চয়।"[৩১]

প্রশ্ন বাক্যের ব্যবহার -

১। "জেন সুমিত্রা তেন তাহার ঝি।
তোমার বিহা হইব জৌতক দিব কি।।"[৩২]
২। "এ কন্যা লইয়া আমি যাব কোন দেশে।।"[৩৩]
৩। "কে তুমি বিধবা মাও হও কোন দেবী।"[৩৪]
৪। "কোন জাতি কোথা বৈস তনয় কাহার।"[৩৫]
৫। "কি করিতে পারে মা বিষের প্রতাপে।।"[৩৬]
৬। "কেমনে আইল বুড়ী চলিতে না পারে।"[৩৭]
৭। "কে মোরে জিয়াঞা দিবে দুর্ল্লভ লখাই।"[৩৮]
৮। "কেমতে দংশিব বালাক আমি দুচারিণী।।"[৩৯]
৯। "কি করিতে পারে কানি মাগি ভাতারছাড়ী।।"[৪০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নেতি বাক্যের ব্যবহার -

১। “না জানি কি হয়ে তথা গেলে কাশীনাথে।।”[৪১]
২। “পিপিলিকা না পারে প্রবেস করিবারে।।”[৪২]
৩। “ত্রিভুবনে বধ্য নহে দেব চক্রপাণি।।”[৪৩]
৪। “উঠিতে না পারে মুনি হইল আকুল”[৪৪]
৫। “কথুই না নাগের সঙ্গে না হইল মেলা।”[৪৫]
৬। “সাহস না টুটে যুঝে শার্দ্দুল বিষম।”[৪৬]
৭। “না কর বিলম্ব লেহ নৃত্য অভরণ।”[৪৭]
৮। “দেখিতে না পায় ভেলা গেল কত দূর।”[৪৮]
৯। “সাধু বোলে না মারিয় নগরিয়া ভাই।”[৪৯]

বাক্য গঠনরীতি :

বিজয়গুপ্ত -

১। “মা ভাই কেহ নাহি মনে বড় তাপ।
তোমার কোপ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ।”[৫০]
২। “দূরে ঘোচ সালিয়ান নারী।
আপনার ছাওয়াল কেন মারি।।”[৫১]
৩। “লাখে লাখে লোক যায়ে কে কার খবর পায়ে
হুলাহুলি কেবা কারে চিনে।”[৫২]

নারায়ণ দেব -

১। “জেহি মতে জিবে লখাইর পরাণি।
সেহি মতে কহিল আসিয়া সুরধনি।।”[৫৩]
২। “তিলেক নাহি অবসাদ পদ্যার সহিতে বাদ
আজি প্রমাদ ফালাইল বিসহরি।।”[৫৪]

দ্বিজবংশী দাস -

১। “পুত্র নাহি কন্যা নাহি জল পিণ্ড আশা।
দিয়াও না দিল বিধি করিল নিরাশা।।”[৫৫]
২। “মারণে দুর্ব্বল গায়, ধীরে ধীরে সাধু যায়,
ভুকে শোকে হইয়া কাতর।”[৫৬]

বিপ্রদাস পিপিলাই -

১। “সতি জাগো রে মাই
সাহের নগরে ভিক্ষা মাগে বেহুলা লখাই।”[৫৭]
২। “বিধির লিখন ছিল সেই মাত্র সার হৈল
ইহা বহি দরশন নাঞি।”[৫৮]
(বি.পি, পৃ. ২০৯)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ -

১। “যতেক ব্রজশিশু: সঙ্গে লইয়া বাসু: মনসা পূজে মহারণ্যে।”[৫৯]
২। “সখী বলে আজি তব সঙ্গে নাই কড়ি।
মাল্য পরিবারে যাহ কাজলার বাড়ী।।”[৬০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষ্ণু পাল -

১। "জয় জয় দিয়া ডাক নড়িলা তক্ষকের ঠাট
বিষের বরিষণ হেন শুনি।"[৬১]
২। "কাণ্ডারি কাণ্ডার বায়
বাঞি ছাড়ি পড়ে নায়
জলমৰ্দ্ধে কর্ন্না একেশ্বরি।"[৬২]

তন্ত্রবিভূতি -

১। "ভোজন করিতে বেহুলা সহিতে
বালা বসিলেন রঙ্গে।"[৬৩]
২। "কেমতে পূজিবে মোরে চান্দো সদাগর।
পূজার কারণে পদ্মা কাতর অন্তর।।"[৬৪]
জগজ্জীবন ঘোষাল
১। "ভোজন করিতে বেননী সহিতে
বাণিয়া বসিল রঙ্গে।"[৬৫]
২। "উজানির নারীগণ বালার চাহে মুখ।
দেখি নারীগণের মনে লাগে সুখ।।"[৬৬]
৩। "না বোল না কর পাপ পাই আমি মনস্তাপ
কে রক্ষা কর সাধু তুমি ধর্ম্ম-বাপ।"[৬৭]

জীবন মৈত্র -

১। "ভোজন করিতে বেললিক সহিতে
লখিন্দর বসিলেন রঙ্গে।"[৬৮]
২। "তবে কত দিন পরে সাধুর মঙ্গল করে
বিবাহ করিল চন্দ্রপতি।"[৬৯]
বাক্যিক সাযুজ্য
১। "একখানি রথ শ্রিজিলা মহেস্বরে।
রথে শ্রিজিয়া দিলা নেতার গোচরে।।
রথে চড়িয়া নেতা করিল গমন।
অষ্টাবক্র মুনির সনে পথে দরসন।।"[৭০]
২। "নাগের হার নাগের কঙ্কন নাগের বসন।
নাগের সঙ্খ সিন্দুর পদ্যার সাজন।।
নাগের খাট সিংহাসন নাগের বিছান।
নাগের ঝারিতে জল খায়ে নাগের বাটাতে পান।"[৭১]
৩। "লোকমুখে হইল পদ্মা তোমার অপযশ।
চণ্ডীরে জিয়াইয়া দেও দেখি তোমার সাহস।।
লোকে বোলে শুদ্ধজন তায়ে অপবাদি।
লোকে ঘুষিবেক তোমায়ে সতমাই বধি।।
লোকের অপযশ ঘোচাও আমার সাধন।"[৭২]
৪। "উত্তম জলেত স্নান করায়্যা কৌতুকে।

উত্তম বসন আনি পরায় চান্দকে।।
টঙ্গী ঘরে গিয়া কৈল রন্ধন ভোজন।
উত্তম বিছানা দিল করিতে শয়ন।।”[৭৩]
৫। “অতি লোভে ভালো নহে দেখ ত্রিভুবনে
অতি সতী নারী সীতা হরিল রাবণে।
অতি তপে বলি রাজা গেল রসাতলে
অতি তপে মীননাথ কদলিতে ভোলে।
অতি দানে হরিশ্চন্দ্র অন্তরীক্ষ গতি।।”[৭৪]
৬। “চন্দ্র টলি গেল হোথা দুর্গা সঙরণে।
চন্দ্র টলি গেল বাম হাথে ধরিয়া।
সেই চন্দ্র পদ্মপাতে দিল ফেলাইয়া।।”[৭৫]
৭। “পদ্মানিকে দেখিয়া ইন্দ্র ধরিতে নারে মন।
পদ্মনি স্থানে ইন্দ্র আইলা ততক্ষণ।।
পদ্মনি বলে ছাড়িতে পার যদি সচি ঠাকুরাণি।
তোমাতে আমাতে করি পুষ্পের ছামুনি।
পদ্মানি লাগিয়া ইন্দ্র শচী তেয়াগিয়া।
পদ্মনির স্থানে ইন্দ্র উত্তরিল গিয়া।”[৭৬]
৮। “সত্য লাগি বলিরাজা গেল রসাতল।
সত্যের কারণে পুত্র আছে গঙ্গাজল।।
সত্য লাগি তুলসী হইল বৃন্দাসতী।
সত্যের কারণে পুত্র হয় দিবারাতি।।”[৭৭]
৯। “ধন্য ধন্য ওহে মিতা ধন্য সদাগর।
ধন্য কুলে উৎপত্তি ধন্য রাজ্য ঘর।।”[৭৮]
১০। “সৃজিলেন পৃথিবীখান ধর্ম্ম আদি সুর।
আকাশে অমরাবতী আর নাগপুর।।
অষ্টদিগে সৃজিলেন অষ্ট লোকপাল।
সৃজিলেন সপ্ত সর্গ যে সপ্ত পাতাল।।
সৃজিলেন ইন্দ্রদেব সৃজিলেন নর।
সৃজিলেন গন্ধর্ব্বগণ অসুর কিন্নর।।”[৭৯]
১১। “তিন সন্ধ্যা পাঠ করিলে মহাপাপ হরে।
দুই সন্ধ্যা পাঠ করিলে ভবার্ণব তরে।।
এক সন্ধ্যা পাঠ করিলে ধর্ম্মেত হয় মতি।
প্রত্যুহ করিলে পাঠ ধর্ম্মে হয় দিব গতি।।”[৮০]
১২। “এক দুঃখ এহি যে জঙ্গলে ভাঙ্গা দাও।
ততাধিক দুঃখ বলিতে নাহি মাও।।
ততাধিক দুঃখ যে বলিতে নাহি ভাই।
ততাধিক দুঃখ যার ঘরে অন্ন নাই।।
ততাধিক দুঃখ যার ক্ষেতে নাই হাল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাধিক দুঃখ যার গৃহেতে জঞ্জাল।।
ততাধিক দুঃখ যাহার প্রবাসে ফুটে হাড়ি।
ততাধিক দুঃখ কন্যা অল্প বসে রাড়ী।।”[৮১]

পুনরাবৃত্তি –

ভাষিক উপাদানের পুনরুক্তি ও পুনরাবর্তন অনেকক্ষেত্রেই কোন রচনার শৈলীগত প্রকৌশল হয়ে উঠতে পারে। শব্দের স্তরে পুনরুক্তির পাশাপাশি পদ ও বাক্যের মধ্যেও পুনরুক্তি ঘটতে পারে।

১। “প্রথম যৌবন কন্যার রূপের নাহি সীমা।
ঘরে অকুমারী কন্যা বড় অমহিমা।।
ঘরে অকুমারী কন্যা রহিল আমার।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল গৃহে আপনার।”[৮২]
২। “কাকলাসের লেঞ্জ কি হারৈলের লেঞ্জ।
গুহিলের লেঞ্জ কি সাপের লেঞ্জ।।”[৮৩]
৩। “খাইয়া আগলিয়া দেখে নাগ বিঘতিয়া।
উলুয়া নলুয়া দেখে নাগ সিতলিয়া।।
নড়িয়া ধড়িয়া দেখে নাগ মনিরাজ।
বিলুয়া তিলুয়া দেখে নাগের সমাজ।।”[৮৪]
৪। “কাহার দোসে কাটা গেল লক্ষের বাউগান বাড়ি।
কাহার দোসে মৈল উঝা ধনন্তরি।।”[৮৫]
৫। “আজ্ঞা কর এই ক্ষণে সৃষ্টি করি নাশ।
আজ্ঞা কর ত্রিভুবন করি এক গ্রাস।।”[৮৬]
৬। “কোথাবা থাকিল মোর চাম্পালি নগর।
কোথাবা থাকিল মোরে বিনোদ বাসর।।”[৮৭]
৭। “নির্ম্মাণ করিল চিতা মনসার বোলে।।
নির্ম্মাণ করিল চিতা সাগরের বাটে।”[৮৮]
৮। “অস্থি নয়া মনসা জোড়াইল সব বন্ধ।
হস্ত পদ বুক পুষ্ট জোড়াইল কন্ধ।।”[৮৯]
৯। “বরুণের রস যায়া বরুণে মিশাইল।
পবনের অংশ যায়া পবনে মিশাইল।।”[৯০]
১০। “লক্ষ লক্ষ আছে তথা ওঝা ধন্বন্তরি
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি দুয়ারে প্রহরী।”[৯১]
১১। “চারি বর্ষর পূজা করে হবিষ্য করিয়া।
চারি বর্ষর পূজা করে ফলমূল খেয়া।।”[৯২]
১২। “দেবতার বচনে সকল হয় লয়।
দেবতার ঐরি চিরকাল নাঞি রয়।।”[৯৩]

ধ্বনিবিন্যাস রীতি :

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ধ্বনিবিন্যাস রীতি আলোচনায় প্রধানত ধ্বনির অবস্থানগত বিন্যাসকেই আলোচনা করা হয়।

১। “অতএব এই দৈব হইল তোমার।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিন্তা না করিয় ধেনু পাইবা আরবার।।"[৯৪]
২। "ঘট ভাঙ্গিবারে আঙ্গা কৈল সদাগর।
জোড় হাতে বুঝাইল সকল দ্বিজবর।।"[৯৫]
৩। "শাপ হেও ধন্বন্তরি ভয় পায়্যা মনে।
মুনিকে স্তবন করে ধরিয়া চরণে।।"[৯৬]
৪। "তবে ত নাগিনী বলে পদ্মা পদ ধরি
সাধিব তোমার কার্য্য জেই রূপে পারি।"[৯৭]
৫। "শুন অরে বাছা পুত্র গঙ্গাধর।
কালি দেখে শুনে অন্নগোলা করিবে ভোজন।"[৯৮]
৬। "বসি নরসুন্দ: পরম আনন্দ: খেরু কৈল সভাকারে।"[৯৯]
৭। "ভোজন করিতে বেহুলা সহিতে
বালা বসিলেন রঙ্গে।"[১০০]
৮। "ভোজন করিতে বেননী সহিতে
বাণিয়া বসিল রঙ্গে।"[১০১]
৯। "ভোজন করিতে বেললিক সহিতে
লখিন্দর বসিলেন রঙ্গে।"[১০২]

শব্দ ব্যবহার :

শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে মনসামঙ্গলের কবিরা অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

১। "পদ্মার মনে হেন লয় যমেরে করিবে ক্ষয়
বিজয়ে গোপ্তে রচিল সুসার।।"[১০৩]
২। "পক্ষিনি বোলয় পক্ষিয়া সুন বিবরণ।
আইজ কেনে গাও মোর করে বিঘোরণ।"[১০৪]
৩। "এই ওঝা পৃথিবীতে থাকে যতদিন।
তাবত না দেখি ভৈন জিনিবার চিন্‌।।"[১০৫]
৪। "বরগো দগড় কাড়া রবার পাখজ পড়া
অনিবার হয় বাধ্যধ্বনি।"[১০৬]
৫। "বিক্ষকে বাচায়া পাকে ধর ধর।
হরপিতে ভরেআ পাকে লয়া যাব ঘর।"[১০৭]
৬। "কলা চোপা ইক্ষু গিরা গিয়াছে পেলায়্যা।
দেখিয়া দাণ্ডায় সাধু মালসাট দিয়া।।"[১০৮]
৭। "জাতে মায়া পাতিলেন শঙ্করের ঝিউ।
নাগের কামড়ে বালা হারাইল জিউ।।"[১০৯]
৮। "জটের উপরে বান্ধে সর্পের পাগ।
আশীর্ব্বাদ দিতে ফফায়া উঠে সাপ।।"[১১০]
৯। "শোভিছে বাম ভাগেতে খেটকপূর্ণ চাপেতে
পাশাঙ্কুর আদি করে ধরে।।"[১১১]

উপস্থাপন রীতি :

বিষয় যা-ই হোক না কেন পরিবেশনের গুণে একটি কাব্য যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পারে। একই কাব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও এক কবি অন্য কবি থেকে পৃথক হয়ে যান। সেই একই বিষয় এক একজন লেখকের হাতে পড়ে এক এক রকম রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের আলোচিত নয়জন কবির উপস্থাপন রীতিকে পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে।

১। "সঙ্করের কন্যা তুমি নাম পদ্যাবতি।
সতেক দোস থাকীতে তোমরা বড় সুতি।।
বড় মনস্যের দোস হইলে দোসান না জায়।
মাস পক্ষ হইলে সকলী লুকায়।।"[১১২]

২। "আমার শ্বশুরে কত কৈল তারে জান।
ঈশ্বরের ঝী হইয়া লজ্জা নাহি মান।।
শঙ্করের কন্যা হেন গর্ব্ব কর মনে।
ই গর্ব্ব না থাকিলে তোমারে কেবা গণে।।"[১১৩]

৩। "বালী বোলে বিশ্বম্ভর সুন দেবগণ।
মনসা করিল মোর জত বিড়ম্বন।।
সত্যের প্রতীত নহে মিথ্যা কথার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠে জন্ম দিঞাছে শঙ্কর।।"[১১৪]

৪। "বালী বোলে দেবগণ শুনহ বচন।
মনসা যতেক মোর করিল বিড়ম্বন।
সত্য না কহে পদ্মা মিথ্যার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠাকে জন্ম দিল মহেশ্বর।।"[১১৫]

৫। "সিবলিঙ্গ আমি পুজি জেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে।।"[১১৬]

৬। "যেই হাথে পুজিনু সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তায় জয় বিষহরি।।"[১১৭]

৭। "জে হস্তে পূজিলাম হর অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
সে হস্তে পূজিব কেনে কানী।।"[১১৮]

৮। "যেই হস্তে পূজি হর অখিলের ঈশ্বর
হেন হস্তে পদ্মাকে দিব পানি।।"[১১৯]

৯। "যে হস্তে সর্ব্বদা পূজি দেব শূলপাণি।
সে হস্তে পূজিতে বল বেঙ্গ খাকা কানি।"[১২০]

১০। "শিব দুর্গার পুত্র আমি সর্ব্ব দেবে জানি।
লঘুজাতি হইয়া আইসে পূজ্যমানি।।
তাহারে পূজিতে মোর মনে নাহি লয়।
ভাঙ্গিব তাহার মাথা কহিলাম নিশ্চয়।।"[১২১]

১১। "মনসা চান্দর হাতে পায়্যা অপমান।
ভাবিলাইঁ আমি তার কাটিব বাগান।।
বাগান কাটিলে চান্দ পাবে মনোদুঃখ।
ছয় পুত্র বধি পাছে দিব পুত্রশোক।।
পুত্রশোক পায়্যা চান্দ পূজিব আমারে।"[১২২]

১২। "দেবী পদ্মাবতী নাম খিয়াতি রাখিব।
ধনন্তরি রোজা আমি আগেতে বধিব।।
তবে চান্দোর ছয় পুত্র করিব বিনাশ।
চান্দো সদাগর তখন পাইবেন ত্রাস।।"[১২৩]

১৩। "পদ্মা বোলে দাদা কেনে বাঢ়াইলে দ্বন্দ্ব।
সভার ভিতরে কেনে বোল মন্দ ছন্দ।।
এখন আমাকে দাদা দেহ ফুল জল।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ ঘুচিবে সকল।।
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ সুন ভাতারছাড়ি।
যাচিঞা চাহিস কিবা হেমতালের বাড়ি।।"[১২৪]

১৪। "পদ্মা বোলে দাদা কত বাড়াইস দ্বন্দ্ব।
সভার ভিতরে কেনে বোল মন্দ ছন্দ।।
এখন আমাকে দাদা দেহ পুষ্পজল।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ নহিবে কুশল।।
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ শুন ভাতার ছাড়ি।
যাচিয়া চাহিস নাকি হেমতালের বাড়ি।।"[১২৫]

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উল্লিখিত কবিগণ বিশিষ্ট ও প্রতিভাধর, রচনার ক্ষেত্রে উভয়েই স্ব স্ব কাব্যে অপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মনসামঙ্গলের আখ্যান, চরিত্র সমস্ত প্রকৃতিই এ সকল মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। উভয়েই নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী মনসামঙ্গল কাব্যের প্রকৃতিকে এক রেখে সাফল্য লাভ করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাদের মধ্যে অসামঞ্জস্যও প্রচুর। কোনো কবি সাহিত্যিকই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রভাবিত হননা বা কখনো অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননা। একের সঙ্গে অন্যের রচনার প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন এবং নিজের মৌলিকতা বজায় রাখেন। মনসামঙ্গলের কবিদের সম্পর্কেও একথা সর্বাংশে সত্য। কবিদের পারস্পরিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনুসরণ থাকলেও এই নয়জন কবির কাব্যের গঠনতাত্ত্বিক পার্থক্য তাঁদের রচনাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিয়েছে। বিশেষ করে দুই লেখকের আবির্ভাব কাল বা সময়ের পার্থক্য তাদের সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষিত, উভয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি জীবন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কবিদের সাহিত্য কর্মের মধ্যেও ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮-৯

২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৫২

৩. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, সাহিত্য সমালোচনার রূপ ও রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৪৩

৪. মজুমদার, অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড): সংগঠন ও শৈলীবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৯

৫. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ৮৯

৬. তদেব

৭. মজুমদার, অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড): সংগঠন ও শৈলীবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৯

৮. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ১৯

৯. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২০

১০. দাস, দ্বিজবংশী, পদ্মাপুরাণ, রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩১৮ বাং, পৃ. ১১৬

১১. পিপিলাই, বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৩

১২. পাল, বিষ্ণু, মনসামঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২, পৃ. ৯

১৩. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪ বাং, পৃ. ১৬

১৪. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ৮

১৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৭৪

১৬. মৈত্র, জীবন, পদ্মাপুরাণ, প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যাতীত প্রাপ্ত মুদ্রিত বই, প্রাপ্তিস্থান-যতীন্দ্র মোহন সংগ্রহশালা, ঠিকানা-ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০৩২, পাঠাগার কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থ নম্বর- ১৩৬, (জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের অভিমত- জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ, "অল্প কিছু অংশ বগুড়া নিবাসী সারদানাথ খাঁ, বি-এল কর্তৃক 'বিষহরি পদ্মাপুরাণ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণগ্রন্থ শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।" গবেষকের মতামত- বিভিন্ন তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, মুদ্রিত এবং বর্তমান গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত এই বইখানি শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত জীবন মৈত্রের সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ), পৃ. ২০

১৭. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬৭

১৮. দ্বিজবংশী, দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫

১৯. বিপ্রদাস, পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫

২০. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৫-৬

২১. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬

২২. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯

২৩. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৪

২৪. নারায়ণ, দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২১৬

২৫. দ্বিজবংশী, দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১০৬

২৬. বিপ্রদাস, পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২

২৭. কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮৯

২৮. বিষ্ণু, পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৯

২৯. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৪৬৯

৩০. জগজ্জীবন, ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৮

৩১. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৮

৩২. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৯

৩৩. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১১৩

৩৪. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৭৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৫. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৮
৩৬. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২১
৩৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৯২
৩৮. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৩৮৩
৩৯. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২২৪
৪০. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮৪
৪১. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৩
৪২. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮২
৪৩. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৬
৪৪. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ৫৯
৪৫. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৫
৪৬. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৭
৪৭. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ২১৪
৪৮. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬০
৪৯. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯১
৫০. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৮
৫১. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫০
৫২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৯
৫৩. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৯
৫৪. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৫
৫৫. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৫৯
৫৬. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৭
৫৭. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৩৩
৫৮. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২০৯
৫৯. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১০১
৬০. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৩
৬১. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৮
৬২. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১০৯
৬৩. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৩১১
৬৪. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ২২৬
৬৫. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২০২
৬৬. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮৯
৬৭. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৭৯
৬৮. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৬৫
৬৯. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৫
৭০. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬
৭১. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৪
৭২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬০

৭৩. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪২৬
৭৪. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ৩৩
৭৫. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ৯
৭৬. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬
৭৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৬
৭৮. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ১৬৯
৭৯. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৬
৮০. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫৯
৮১. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯
৮২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬৮
৮৩. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬২
৮৪. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬৩
৮৫. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯৭
৮৬. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৪
৮৭. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ২০৩
৮৮. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫
৮৯. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৮৫
৯০। জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৮৪
৯১. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল. পৃ. ২০০
৯২. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৩৪
৯৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৪৫
৯৪. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১১৯
৯৫. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৪
৯৬. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২২৬
৯৭. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ২০০
৯৮. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৬১
৯৯. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৯৯
১০০. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৩১১
১০১. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২০২
১০২. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৬৫
১০৩. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২২৮
১০৪. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮
১০৫. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৫২
১০৬. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮১
১০৭. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৮
১০৮. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৩৬
১০৯. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ২১১
১১০. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৬২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১১. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২
১১২. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫৫
১১৩. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬১৪
১১৪. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৪৭৪
১১৫. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৩০৭
১১৬. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৩২
১১৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৯০
১১৮. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ১৪২
১১৯. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ১২৫
১২০. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮৪
১২১. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৪৮
১২২. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৬
১২৩. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ১১৩
১২৪ তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৯৭
১২৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃ. ১১৬